চতুর্দশ অধ্যায়

বেসরকারি খাত উন্নয়ন

[বেসরকারি খাত ভোগ, বিনিয়োগ ও নীট রপ্তানি আয়ের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উর্ধ্বগতি আনয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বিশেষতঃ শিল্প ও উৎপাদনশীল প্রকল্পে বিনিয়োগ দীর্ঘমেয়াদি টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরি। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের প্রসারকল্পে সরকার বিনিয়োগ-বান্ধব নীতিমালা প্রণয়ন, আইন ও বিধিগত সংস্কার তথা সার্বিক বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নে কাজ করছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি অর্থায়নে পৃথকভাবে গৃহীত প্রকল্প ছাড়াও সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের (Public Private Partnership) ভিত্তিতে বিশেষতঃ ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১,৪২৯টি বেসরকারি প্রকল্পে মোট বিনিয়োগ প্রস্তাবনা ছিল ৯,৯৩,৩৪৯ কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত) ১,০৪৬টি বেসরকারি প্রকল্পে এ প্রস্তাবনার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫,৬৬,৪২৮.১৫ কোটি টাকা। ব্যক্তিখাতে তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যার শিল্পের বিকাশ শিল্প খাতকে শক্তিশালী করেছে এবং দেশে বিনিয়োগ সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিতে অবদান রাখছে। ফলে এ খাতে বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে (ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত) মোট ২৪,৩৯৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে। তন্মধ্যে ৫০.০৫ শতাংশই উৎপাদিত হয়েছে বেসরকারি খাতে এবং ৭.৩৮ শতাংশ এসেছে আমদানি খাত থেকে। নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী সরকার দেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নে সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের সুযোগ সম্প্রসারিত করেছে। সমাজের সকল স্তরে ডিজিটাল লিটারেসি বৃদ্ধির মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রয়োগের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। পাশাপাশি, ই-গভর্নেন্স, ই-কমার্স পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক শিল্পে তরুণদের ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ আধুনিক ও উন্নত বাংলাদেশ গঠনে সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে।]

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বেসরকারি খাত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে দেশের মোট বিনিয়োগ জিডিপির ২৯.৩৮ শতাংশ। এর মধ্যে বেসরকারি খাতের অবদান ২১.৭৮ শতাংশ। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকারের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। সরকার বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবকাঠামো উন্নয়ন, নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সঞ্চালন এবং ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ নিশ্চত করে থাকে। সাধারণত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে অবকাঠামো উন্নয়নসহ অন্যান্য উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। তদুপরি, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উর্ধ্বগতি অব্যাহত রাখা এবং জনগণের দোরগোড়ায় সকল সেবা পৌঁছানোর লক্ষ্যে বেসরকারি বিনিয়োগ একান্ত প্রয়োজনীয়। সেজন্যে, বেসরকারি বিনিয়োগ সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার বিনিয়োগ বোর্ড ও প্রাইভেটাইজেশন কমিশন গঠনসহ ব্যাপক সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। সরকারের বিনিয়োগ-বান্ধব নীতিমালা, আইন ও বিধিগত সংস্কার তথা সার্বিকভাবে বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নের প্রত্যয় এবং সর্বোপরি দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের অব্যাহত অংশগ্রহণের ধারা দেশে বেসরকারি বিনিয়োগ সম্ভাবনার দ্বার আরও উন্মুক্ত করছে।

বিনিয়োগ পরিবেশ

বিশ্বব্যাংক ও ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (আইএফসি) প্রকাশিত ডুয়িং বিজনেস, ২০১৬ শীর্ষক প্রতিবেদন অনুযায়ী এজ অব ডুয়িং: বিজনেস গ্লোবাল র‍্যাংক-এ বাংলাদেশের অবস্থান ১৮৯টি দেশের মধ্যে ১৭৪তম। তবে বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ৮৮তম। তাছাড়া, ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩৩তম এবং ব্যবসা শুরু ও কর প্রদানের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ১১৭তম ও ৮৬তম স্থানে রয়েছে।

উল্লেখ্য, বিনিয়োগ বোর্ডের BOI Online Service Tracking (BOST), BOI Investment Management System (BIMS), Online Registration System (ORS) এর মাধ্যমে সেবা প্রদান অব্যাহত আছে। এছাড়া, অন এরাইভেল ভিসা, ই-ভিসাসহ বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সকল ভিসা ও কার্য অনুমতি (work permit) অনলাইনে প্রদান করা হচ্ছে। তাছাড়া, বৈদেশিক ঋণ প্রাপ্তির প্রক্রিয়াও অনলাইনে করা হয়।

সার্বভৌম ঋণমান (Sovereign Credit Rating)

২০১০ সালে আন্তর্জাতিক ঋণমান নিয়ন্ত্রণকারী দু'টি প্রতিষ্ঠান-Standard and Poor's (S&P) এবং Moody's বাংলাদেশকে প্রথমবারের মত তাদের সার্বভৌম ঋণমান তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে। এ রেটিং তালিকায় S&P এবং Moody's বাংলাদেশকে যথাক্রমে BB- এবং Ba3 মান প্রদান করেছে। এ রেটিং অনুযায়ী ঋণ পরিশোধের অর্থনৈতিক সক্ষমতার বিচারে বাংলাদেশ ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া ও ভিয়েতনামের সমকক্ষতা অর্জন করেছে। দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান ভারতের পিছনে এবং পাকিস্থান ও শ্রীলংকার উপরে। দুটি সংস্থাই প্রতিবছর এ ঋণমান পুনর্মূল্যায়ন করেছে। বাংলাদেশ পরপর ষষ্ঠ বারের মত Moody's এবং S&P কর্তৃক স্থিতিশীল রেটিং অর্জন করেছে। অপর একটি ঋণমান প্রতিষ্ঠান Fitch Rating এ বাংলাদেশ পরপর দুইবার BB- রেটিং পেয়েছে, যা স্থিতিশীল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং বৈদেশিক খাতের দৃঢ় অবস্থানের প্রতিফলন। এরূপ রেটিং এর ফলে ঋণপত্রের খরচ হ্রাস পাবে এবং এতে আমদানি ব্যয় সাশ্রয় হবে। দেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

প্রকৃত বিনিয়োগ (বৈদেশিক ও স্থানীয়)

প্রকৃত প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (Foreign Direct Investment-FDI)

বাংলাদেশে প্রকৃত প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিসংখ্যান বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত ষান্মাসিক Enterprise Survey-র মাধ্যমে সংগৃহীত হয়ে থাকে। চলতি অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত মোট স্থূল (gross) প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ প্রবাহ ছিল ২,৬৯৯.০৫ মিলিয়ন। তন্মধ্যে অবিনিয়োগকৃত প্রবাহের পরিমাণ ৪৬৩.৬৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং সরাসরি বিনিয়োগ ২২৩৫.৩৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। লেখচিত্র ১৪.১-এ প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের ধারা উপস্থাপন করা হলো:

লেখচিত্র ১৪.১ঃ বাংলাদেশে প্রকৃত বৈদেশিক বিনিয়োগের (FDI) প্রবাহ

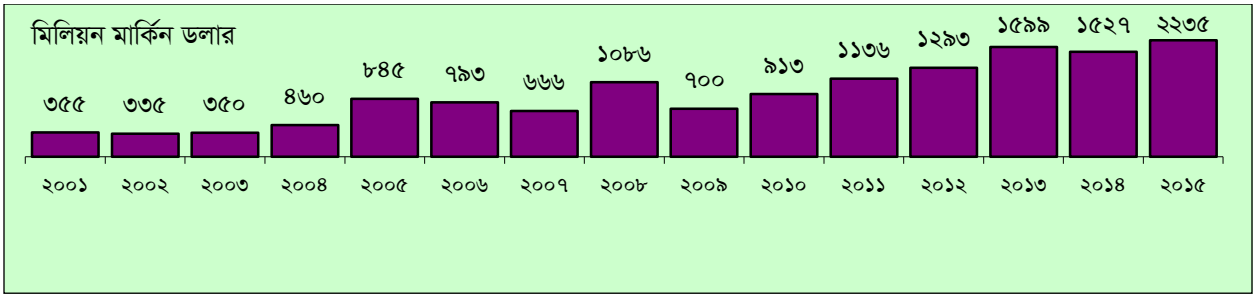

সূত্রঃ এন্টারপ্রাইজ সার্ভে , বাংলাদেশ ব্যাংক

সারণি ১৪.১-এ বাংলাদেশে প্রকৃত বিদেশি বিনিয়োগের উপাদানভিত্তিক প্রবাহ দেখানো হলো; এ সারণি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে প্রকৃত বিনিয়োগ প্রবাহের প্রধান উপাদান হলো পুনঃবিনিয়োগ । এরপর রয়েছে সমমূলধন ও আন্তঃকোম্পানি ঋণ।

সারণি ১৪.১ঃ বাংলাদেশে প্রকৃত বিদেশি বিনিয়োগের উপাদান ভিত্তিক প্রবাহ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

বিনিয়োগ উপাদান	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫ (ডিসেম্বর পর্যন্ত)
সমমূলধন	৪২৫.৬	৫০৩.৭	৪০১.৬	৮০৯.২৫	২১৮.৫৫	৫১৯.৯৮	৪৩১.৮৫	৪৯৭.৬৩	৫৪১.০৬	২৮০.৩১	৬৯৬.৬৭
পুনঃবিনিয়োগ	২৪৭.৫	২৬৪.৭	২১৩.২	২৪৫.৭৩	৩৬৪.৯	৩৬৪.৬	৪৮৯.৬৩	৫৮৭.৫৩	৬৯৭.১১	৯৮৮.৭৯	১১৪৪.৭৪
আন্তঃকোম্পানি	১৭২.২	২৪.১	৫১.৫	৩১.৩৩	১১৬.৬৭	২৮.৭২	২১৪.৯০	২০৭.৪০	৩৬০.৯৯	২৫৭.৬০	৩৯৩.৯৮
সর্বমোট	**৮৪৫.৩**	**৭৯২.৫**	**৬৬৬.৩**	**১০৮৬.৩**	**৭০০.১৬**	**৯১৩.৩**	**১১৩৬.৩৮**	**১২৯২.৫৬**	**১৫৯৯.১৬**	**১৫২৬.৭**	**২২৩৫.৩৯**

সূত্রঃ এন্টারপ্রাইজ সার্ভে , বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রকৃত স্থানীয় বিনিয়োগ

বাংলাদেশ ব্যাংকের মূলধনী যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও কাচামাল আমদানির পরিসংখ্যান এবং বিনিয়োগ বোর্ডে বিদ্যমান শিল্প প্রতিষ্ঠানের বর্ধিতকরণের অর্থের পরিমাণ হতে দেখা যায় স্থানীয় বিনিয়োগ প্রস্তাবনার মধ্যে প্রায় ৬৫ শতাংশই বাস্তবায়িত হয়েছে অথবা বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে।

মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি

মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির হারকে শিল্পায়নের গতিধারা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত প্রায় ১,৪৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যমানের মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি করা হয়েছে। লেখচিত্র-১৪.২-এ ২০০৫-০৬ অর্থবছর হতে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির ধারা তুলে ধরা হলোঃ

লেখচিত্র ১৪.২: মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির ধারা

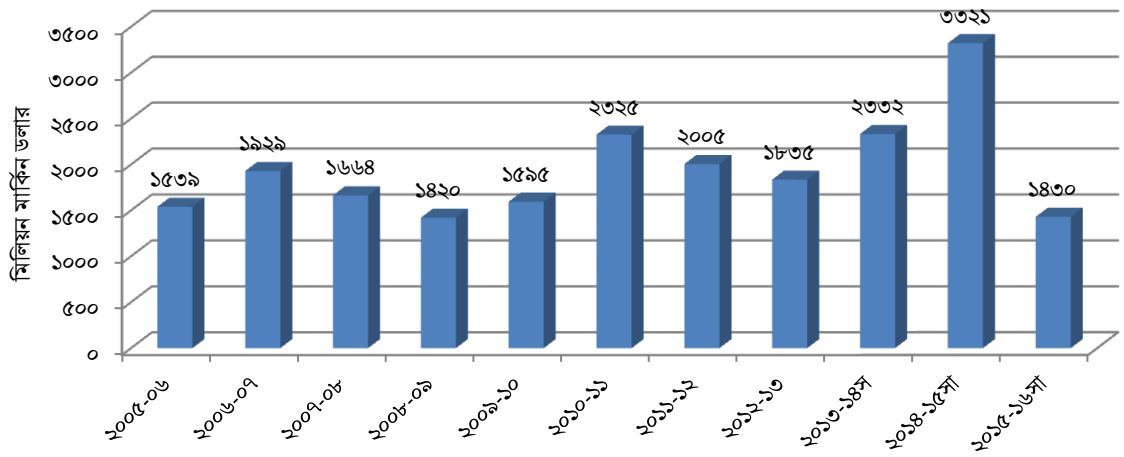

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক। জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১৫-১৬। স- সংশোধিত, সা-সাময়িক।

যৌথ বিনিয়োগ নিবন্ধন (স্থানীয় ও বৈদেশিক)

বিনিয়োগ কার্যক্রম শুরুর প্রাথমিক ধাপ হলো বিনিয়োগ নিবন্ধন, যা পরবর্তীকালে প্রকল্প সংক্রান্ত সার্বিক সম্ভাব্যতা যাচাই সাপেক্ষে বাস্তবায়ন করা হয়। ২০০১-০২ অর্থবছরে মোট ২,৯৬৪টি বেসরকারি প্রকল্পে বিনিয়োগ প্রস্তাবনার পরিমাণ ছিল ১০,৫৪০ কোটি টাকা।

চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ১,০৪৬টি প্রকল্প নিবন্ধিত হয়েছে এবং মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ৫,৬৬,৪২৮.১৪৮ কোটি টাকা। ২০০১-০২ অর্থবছর হতে বিনিয়োগ বোর্ডে নিবন্ধিত প্রকল্পসমূহের বছরওয়ারি তথ্য সারণি ১৪.২-এ বর্ণনা করা হলো:

সারণি ১৪.২ঃ বেসরকারি বিনিয়োগ নিবন্ধন

অর্থবছর	স্থানীয় বিনিয়োগ প্রস্তাবনা		বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রস্তাবনা		মোট প্রস্তাবনা		প্রবৃদ্ধি (%)
	প্রকল্প	কোটি টাকা	প্রকল্প	কোটি টাকা	প্রকল্প	কোটি টাকা	
২০০১-০২	২৮৭৫	৮৮০৬	৮৯	১৭৩৪	২৯৬৪	১০৫৪০	-
২০০২-০৩	২১০১	১১৬৫৩	১০৪	২০৬৭	২২০৫	১৩৭২০	+৩০.১৭
২০০৩-০৪	১৬২৪	১৩৫৪৬	১৩০	২৬৪৪	১৭৫৪	১৬১৯০	+১৮.০০
২০০৪-০৫	১৪৬৯	১৪০০৫	১২০	৫২৯৮	১৫৮৯	১৯৩০২	+১৯.২২
২০০৫-০৬	১৭৫৪	১৮৩৭০	১৩৫	২৪৯৮৬	১৮৮৯	৪৩৩৫৬	+১২৪.৬২
২০০৬-০৭	১৯৩০	১৯৬৫৮	১৯১	১১৯২৫	২১২১	৩১৫৮৩	-২৭.১৫
২০০৭-০৮	১৬১৫	১৯৫৫৩	১৪৩	৫৪৩৩	১৭৫৮	২৪৯৮৬	-২০.৮৯
২০০৮-০৯	১৩৩৬	১৭১১৭	১৩২	১৪৭৪৯	১৪৬৮	৩১৮৬৭	+২৭.৫৪
২০০৯-১০	১৪৭০	২৭৪১৪	১৬০	৬২৬১	১৬৩০	৩৩৬৭৪	+৫.০০
২০১০-১১	১৭৪৬	৫৫৩৬৯	১৯৬	৩৬৫২৪	১৯৪২	৯১৮৯৩	+১৭৩
২০১১-১২	১৭৩৫	৫৩৪৭৬	২২১	৩৪৪১৬	১৯৫৬	৮৭৮৯৩	-১০.০০
২০১২-১৩	১৪৫৭	৪৪৬১৫	২১৯	২২০৭২	১৬৭৬	৬৬৬৮৭	-২৪.০০
২০১৩-১৪	১৩০৮	৪৯৭৫৯	৮৩	১৮৫৩১	১৪৩২	৬৮২৯১	+২.৪০
২০১৪-১৫	১৩০৯	৯১২৭৩১	১২০	৮০৬১৯	১৪২৯	৯৯৩৩৪৯	+৪৫.৪৬
২০১৫-১৬	৯৫৪	৫৩৬৮০৮৯	৯২	২৯৬১৯	১০৪৬	৫৬৬৪২৮	-

সূত্রঃ বিনিয়োগ বোর্ড, (ফেব্রুয়ারি, ১৬ পর্যন্ত)

সম্পূর্ণ স্থানীয় বিনিয়োগ নিবন্ধন

২০০৮-০৯ অর্থবছরে স্থানীয় বিনিয়োগ নিবন্ধনের পরিমাণ ছিল ১৭,১১৭.৪৯ কোটি টাকা যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) ৫৩,৬৮০.৮৭ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। স্থানীয় বিনিয়োগে নিবন্ধিত শিল্পের খাতভিত্তিক বিবরণ সারণি ১৪.৩ -এ তুলে ধরা হলো:

সারণি ১৪.৩ঃ স্থানীয় বিনিয়োগে নিবন্ধিত শিল্পের খাতভিত্তিক বিবরণ

(কোটি টাকা)

বৃহৎ খাতের নাম	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬ *
কৃষিভিত্তিক শিল্প	৮২২.৩৩	২৩২৫.১০	৫২০০.৬৯	৬১১৯.৬	৫৪৬৫.৪১	৭৫১০.৫৩	৮৫৮৮.৯৩	৬৭২৭.১৫
ফুড এন্ড এলাইড	৪০২.৭৬	২১৫৭.৩৭	১৭৪৪.০৪	১০৮২.২	৮৮৩.৭৫	১৮০৮.৩০	২৫২৭.৮৩	১২৭০.৯৭
টেক্সটাইল শিল্প	৭৯৪৫.১২	৮৯৬৬.১৯	১৫৪০৩.৬৫	১০৫৫৭.৬	১৭২৮০.৩৬	৮২২৯.৬৫	৮৬৬৪.৬৪	১৩৩৪৯.৯৭
প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং	১৮০.১৩	২৭৩.৯০	২৫৫.৬১	৪১৫.১	৫১৫.৬৯	৪৩০.০৭	৫৯৮.৩০	৪২৬.১৮
ট্যানারি এন্ড লেদার শিল্প	৩৩.০৪	২১৮.৮৪	২০১.৮৩	১৩৮.৬	২৯০.৭৬	৭১৬.১৬	৪৩৪.৩৬	৬৮৪.৯০
কেমিক্যালস শিল্প	৩০৫৫.৫৯	৭৭৪৬.২৮	৬৫০৯.২৩	৯৫৪৯.১	৭৫০৪.৮৯	৭৮৬৮.৫৩	৮১৪৭.১৮	১১৫৬১.৮৩
গ্লাস এন্ড সিরামিক শিল্প	৪০৫.৫২	৭৩.০২	২০৭.৬৪	২৪০.০	১৮৫.২৭	৭৭৩.৫৬	৫৩৫.০৮	৫৪২.৭৬
ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প	২৭৬১.৫৮	২৯৩৫.২১	৩৫৮৬.১৬	৪৯৫৮.২	৩১৯০.২৪	৬১২৯.৪২	৭৩৫৮.৪১	৮০০৯.৮০
সার্ভিস শিল্প	১৪৬৪.৮৯	২৬২২.৪৭	২২২৩১.৭০	১৫৫০৬.১	৮৭২৬.৭৯	১৫৮৬৮.৩২	৮৯১৪.২৭	৮৪৬৫.৫৬
বিবিধ শিল্প	৪৬.৫৩	৯৫.৩০	২৮.৪৯	৪৯১০.১	৫৭১.৬৪	৪২৯.৪০	১৪৭৫.২৪	২৬৪১.৭৩
মোট	**১৭১১৭.৪৯**	**২৭৪১৩.৬৯**	**৫৫৩৬৯.০৫**	**৫৩৪৭৬.৬**	**৪৪৬১৪.৮৫**	**৪৯৭৫৯.৩২**	**৪৭২৪৫.৬৭**	**৫৩৬৮০.৮৭**

সূত্রঃ বিনিয়োগ বোর্ড, * ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত।

খাতভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) বস্ত্র শিল্প খাতে প্রকল্প নিবন্ধনের হার সর্বোচ্চ (২৪.৮৭%)। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য খাতগুলো কেমিক্যাল শিল্প (২১.৫৪%), সার্ভিস (১৫.৭৭%) ও ইঞ্জিনিয়ারিং (১৪.৯২ %) । লেখচিত্র ১৪.২ এ স্থানীয় বিনিয়োগ প্রস্তাবনার খাত ভিত্তিক বিবরণ উপস্থাপন করা হলো:

লেখচিত্র ১৪.৩ঃ ২০১৫- ১৬ অর্থবছরের (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) স্থানীয় বিনিয়োগে প্রস্তাবনার খাতভিত্তিক বিবরণ

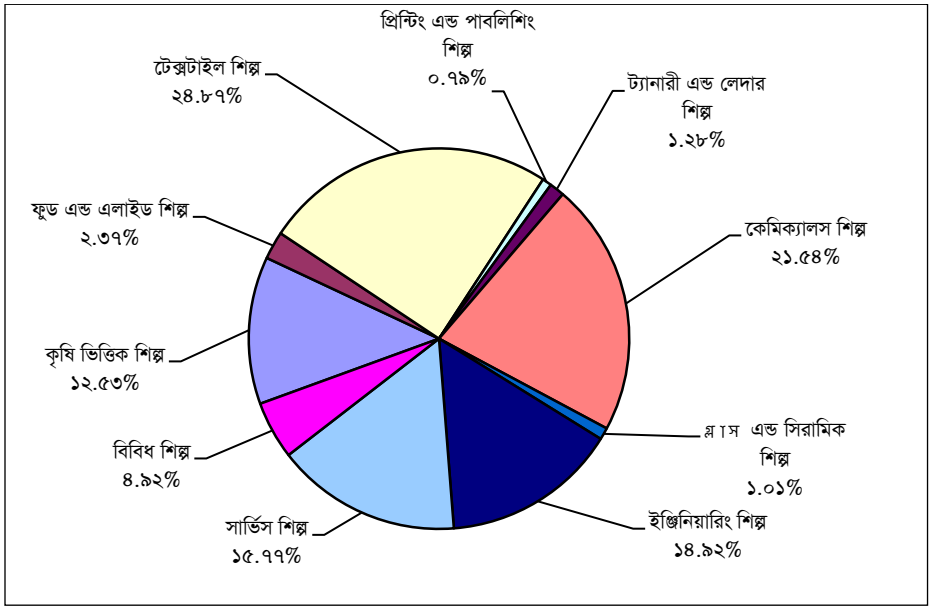

সূত্রঃ বিনিয়োগ বোর্ড, * ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত

সম্পূর্ণ বিদেশি ও যৌথ মালিকানাধীন বিনিয়োগ নিবন্ধন

২০১৫-১৬ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ মাস পর্যন্ত বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগে মোট ৯২টি নতুন প্রকল্প নিবন্ধিত হয়েছে, যাতে প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ১৭,৩৭৭.৫৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। নিবন্ধিত নতুন বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনার প্রধান খাতগুলো হলো সেবা, বস্ত্র ও কৃষিভিত্তিক। সারণি ১৪:৪ -এ বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ নিবন্ধন শিল্পের খাতভিত্তিক তথ্য সন্নিবেশিত করা হলো:

সারণি ১৪.৪ঃ বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ নিবন্ধন শিল্পের খাতভিত্তিক তথ্য

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

বৃহৎ খাতের নাম	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬*
কৃষিভিত্তিক শিল্প	২২.৫৫৭	২২.২৩১	১২২.৫১৬	৯৬.৯০২	৯৪.৩৮২	৭৫.২৪৭	২৯.৬৭৭	২৩.৯৩৮
ফুড এন্ড এলাইড শিল্প	১.৯৯৭	০.০৯২	১২.৮৩৬	৯৮.৯১৯	১৩.১২৩	৪.৬৯৯	০.১২৮-	৫.৫৪২
টেক্সটাইল শিল্প	৩৬.৪০২	৭২.৫২১	১৬০.১৪৩	২৪৯.৫০২	৫৪.৬৩৮	৬২.৬৬৩	৮.৩৫১	১৪.৯৬৫
প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং	০	২.৬৯৭	০.০০০	০.৭৫৮	-	-	-	১.৮৪৮
ট্যানারী এন্ড লেদার শিল্প	২.১৫১	১৩.৬৬১	৫.৯৮৪	১৭.৫২৫	৫৭.২৯০	৩২.৫৫৩	১৭.৪৯৩	৯.৭৫৬
কেমিক্যালস শিল্প	৫.৬৩১	৬১.৬৯৮	৬৯.৫৩৫	১৬৫.৩০৯	২৯.৬৬৩	২০.৫০০	৬৩.২৯৩	৮.৯৩৩
গ্লাস এন্ড সিরামিক শিল্প	১৭.৬৯৫	০	২৬.৩৭৩	৬.৪৪৭	১.৬৮২	০.৭৮৮	০.১৯৮	৭.০০৫
ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প	১২১.৪০৯	১৭.৩৬৪	১২৮৫.৯৩৫	৩৫৭৪.১৩৭	২০.৭৬০	২৩৭.৭৩৬	২৪৪.০৪২	৬২.৩০৫
সার্ভিস শিল্প	১৮৬৩.৮৪১	৬৫১.১৯৬	৩৪৩১.৫২৫	৮৮.৬৬১	২৪৮১.৯৯৭	১৬৮৭.০০৮	৫৪.৩৮৩	৭৭.৪৭৮
বিবিধ শিল্প	০	০.০৯২	০.৭৩৫	১৩.৩৫৫	৪৬.৫৭৯	৭.১২৭	৫.১২৬	১১.২৯৯
মোট	**২০৭১.৬৮৩**	**৮৪১.৫৫২**	**৫১১৫.৫৮২**	**৪৩১১.৫১৪**	**২৮০০.১১৪**	**২১২৮.৩২১**	**৪২২.৬৯১**	**২২৩.০৬৯**

সূত্রঃ বিনিয়োগ বোর্ড, * ফেব্রুয়ারি , ২০১৬ পর্যন্ত

খাতভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০১৫-১৬ (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) অর্থবছরে নিবন্ধিত নতুন ৯২টি বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনার মধ্যে সেবা খাতে শিল্প প্রকল্প নিবন্ধনের হার সর্বোচ্চ (৩৪.৭৩%), প্রকৌশল খাতে (২৭.৯৩%)। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য খাতগুলো হলো-কৃষিভিত্তিক শিল্পখাত (১০.৭৩%) ও বস্ত্রখাত (৬.৭১%)। চিত্র ১৪:৪-এ নিবন্ধিত বিদেশী ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনার খাতভিত্তিক বিবরণ তুলে ধরা হলো:

লেখচিত্র ১৪.৪: ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনার খাতভিত্তিক বিবরণ

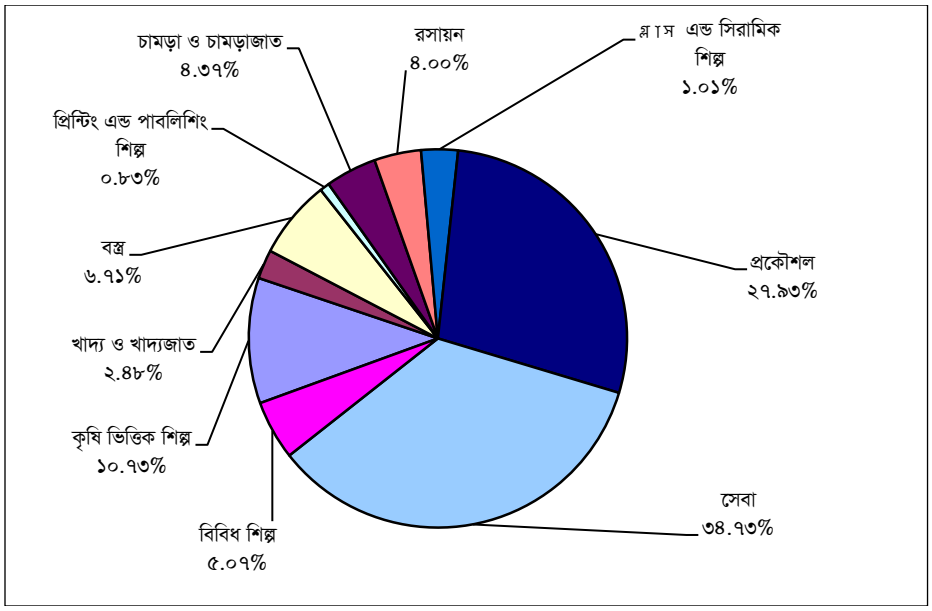

বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনার দেশভিত্তিক বিবরণ

২০১৫-১৬ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত নিবন্ধিত নতুন বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রকল্পগুলোর অঞ্চল হিসেবে পূর্ব-এশিয়া দেশসমূহ হতে প্রাপ্ত বিনিয়োগ প্রস্তাবনার পরিমাণ সর্বাধিক। এরপর রয়েছে দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম এশিয়া, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, উত্তর আমেরিকা এবং সিআইএসভুক্ত অঞ্চল। সারণি ১৪.৫-এ দেশভিত্তিক বিদেশি ও যৌথ প্রকল্পগুলোর বিবরণ তুলে ধরা হলোঃ

সারণি ১৪.৫ঃ নিবন্ধিত বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনাগুলোর দেশভিত্তিক বিবরণ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

বিদেশি/যৌথ বিনিয়োগের উৎস		২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬*
১.	সৌদি আরব	১৭৩২.৫৭৮	৪৭১.৮২০	৭.০৮৬	২.৩৬৬	০	০	০	৪.২৪৪
২.	আমেরিকা	১৫.৩৪৮	১৪৩.৬২৫	৮৪৬.৭০৭	৭.৯১৭	১১০.৪৯২	৮৫.০০৫	১২০.৮৪২	১৪.৬৩৩
৩.	থাইল্যান্ড	৫৪.৯০৮	৩.০৪৩	৯৭.৫২৩	২০১.২৮১	৮১.৪৮৪	২৫.৭৫০	১৮.৬৬৭	১৫.৬২১
৪.	ভারত	৫৮.৮৫১	১৫.৫১৫	৬৮.০২০	১৯৭.৪৪০	২১২০.৬৪৭	১৬৯.৬২৩	৩৪.০৩৮	৩০.০৫৬
৫.	দক্ষিণ কোরিয়া	২৩.৮৬৯	৩২.৪৭৫	৩২৭৭.৭৪২	২৪৪৭.৯৮৪	১১.৩৫৯	৭.৯৬০	৪.৫৪১	৬.৭৬৩
৬.	মালয়েশিয়া	১.২৮৮	৫.৪৭৫	১৩৭.১১৬	১২.৫৬৫	৭.২৬০	২.৩৬১	৮.৫৮৮	৮৫.৭২৫
৭.	নেদারল্যান্ডস	১৫.৫১	১৬.০৩	১১৩.৩৫২	১৩৭.১৪৮	৩.৬২০	০.৮৪৬	০.৬০৮	৪.৭০০
৮.	চীন	১৯.০৩১	২৮.০৫	৭২.২২	৪৯.২৬৪	১৬৪.৭৩২	১৬৮৩.৩২২	২৫.১০২	১৯.৭৭৭
৯.	যুক্তরাজ্য	৬.৮৭৫	৪.৩৮৭	৮.৮৭৫	৭.৩৪৭	৬০.৬৭৯	০	৫৮.১৫৭	০.৮৮৫
১০.	পাকিস্তান	৪.৫৮৩	১.২৪২	১৯.৬০০	৩.৯৭৯	০.৯১৫	০.৬৪৮	০	০
১১.	জাপান	৭.১৭২	৬.৮০৫	১৪.৯৮৯	৮১.৭৮৯	৩৫.৪২৪	১৬.৭৭৯	৭.২২৩	৬.৮২৪
১২.	ডেনমার্ক	৪.২৮৫	১.২০০	০.৬৮৭	৩.৪৩১	৩.৯৫৮	১.০৬২	০.৫১৪	০.০২৪

বিদেশি/যৌথ বিনিয়োগের উৎস		২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬*
১৩.	শ্রীলঙ্কা	২.২০৬	১.১১৮	১.০৫১	৯৯.৪৩৩	৮৯.৯২৬	০.১৮৭	০	১.১৬৯
১৪.	কানাডা	১.১৭৮	১.২০৩	১.৮৪৬	৮.৪৮৪	৪.২৪০	১.২৮০	৭.১৯৮	০.৮৪৯
১৫.	তাইওয়ান	২.৮৪১	১০.৯৬১	২১.৬৩৭	৬.৬২৫	১.৫০৩	৩.৬৮৪	১৬.৫৯৪	০
১৬.	সিঙ্গাপুর	১.০২০	৪.৬৪৩	১৩৩.১০৯	৯২.৩০৬	১৬.২৯৮	২৯.৩২৮	৯.৬০৫	১.৮৯২
১৭.	তুরস্ক	০.৬১৩	০.৪০০	২.৬১১	৪.৭৬৬	৪.৪৬৫	০	২.২৭১	০.২৮৮
১৮.	ইতালী	০.১৭১	৪.০৭৪	৩.৯০৩	১.৯০৩	০.৮৩৮	২.৩৯২	১.১২৭	০
১৯.	হংকং	৫.৬৯৮	৬১.৮১০	৪৫.১০৮	১৬.১৬৭	২৩.৬৭৪	৩.৬৪৬	৮.৩৪২	১.০৪৬
২০.	আফ্রিকা	০	০	১.৪২১	০	০	০	৩.৬২৭	০
২১.	আর্মেনিয়া ও রাশিয়া	০.৮২৯	০	৩.৫৬৯	০	০	০	০	০
২২.	বার্মুডা	০	০	০.৪৯২	৩১.৫৮৭	০	০	০	০
২৩.	ফ্রান্স	২.২৪৯	০	১.১২১	৯.৪৫০	২.৩২৬	০.৮০৬	০	০
২৪.	ইন্দোনেশিয়া	১৭.১৩৪	০	১.৯৪০	০	০	০	০	০
২৫.	লেবানন	০	০	২৫.০৯৩	০	৪৬.৪৩০	০	১.১৩৬	০
২৬.	মরিশাস	০	০	১.৩৪৮	৪.৫৯৮	০	৫.১২৮	৫৪.৬২৬	৯.৬৫৩
২৭.	ফিলিপাইন	০	২০.২৮৬	৬.৭৪০	০	০	০	০	০
২৮.	সুইডেন	০.৮৯০	৩.০৭৩	১০১.৭০২	১.৪৮১	০.০৮৬	০	১৬.২৭৬	০
২৯.	সুইজারল্যান্ড	০	০	০.৭০০	১১.৬৯৭	১.৭৮১	০.৫৮৯	১৪.৮২৪	০
৩০.	ফিনল্যান্ড	১.১২৬	২.৯৭৮	১.৪২০	০.৭২১	০	০	০.৫৫৬	০
৩১.	সংযুক্ত আরব আমিরাত	১৭.৬৯৫	০	১০.৬৩	১.৯৪৫	১.০৩৬	৫২.১৬০	০.৩০১০	০.৯০৩
৩২.	ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ড	০	৩.১৯৩	০.৮৮৬	৬.৬৮৩	০	০	০	৮.৯৮৮
৩৩.	জার্মানী	৭২.৪৩৭	২.১৪৫	৮৩.৮৮৪	২৬.৭১৭	০.৩১২	২.২৬৬	১.৩৪৫	৬.৫৯৭
৩৪.	অস্ট্রেলিয়া	০.৭০০	৩.৬৮২	০.০৯৮	০.১২৯	০	৬.১৮২	১.০১৬	১.০৪৭
৩৫.	গ্রীস	০.৪১৩	০.১৫৫	০.২৬০	০	০	০	০	০
৩৬.	পর্তুগাল	০	০	০	০	০	০	০	০
৩৭.	স্পেন	০.১৮৩	০	০	২.৮৭৮	০.৯৮৪	০.০২৮	১.৬৯৬	০
৩৮.	পোল্যান্ড	০	০	০	০	০	০	০.৮৯৪	০
৩৯.	বেলজিয়াম	০	০	০	১.২৬৯	০	০	০	০
৪০.	মিশর	০	০	০	০	১.১৫১	০	০	০
৪১.	হাঙ্গেরী	০	০	০	০	১.২২১	০	০	০
৪২.	নরওয়ে	০	০	০.২২৪	২২.৭১৫	০.১১৭	০	০	০
৪৩.	ভিয়েতনাম	০	০	০	০	০	০	০	০
৪৪.	জর্দান	০	০	০	০.৬৫১	০	০	০	০
৪৫.	কুয়েত	০	০	০	০.৯৮২	০	০	০	০.৮৮৫
৪৬.	অস্ট্রিয়া	০	০	০	০	০	০	০	০
৪৭.	মাল্টা	০	০	০	৩.১২৫	০	০	০	০
৪৮.	ইউএসই	০	০	১.৫০০	০	০	০	০	০
৪৯.	গিনি	০	০	০	০	১.১৬৫	০	০	০
৫০.	লিবিয়া	০	০	০	০	১.১৬৭	০	০	০
৫১.	সার্বিয়া	০	০	০	০	০.১৯৬	০	০	০
৫২.	ইয়েমেন	০	০	০	০	০	২৭.২৮৯	০	০
৫৩.	নাইজেরিয়া	০	০	০	০	০.৬২৮	০	০.৬১৪	০
৫৪.	লিথুনিয়া	০	০	০	০	০	০	০	০.৫০০
	মোট	**২০৭১.৬৮৩**	**৮৪১.৫৫২**	**৫১১৫.৫৮২**	**৩৫০৫.০২১**	**২৮০০.১১৪**	**২১২৮.৩২১**	**৪২২.৬৯১**	**২২৩.০৬৯**

সূত্রঃ আইআইএমসি অধিশাখা, বিনিয়োগ বোর্ড* সাময়িক

কর্মসংস্থান সম্ভাবনা

নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির অন্যতম মাধ্যম শিল্পায়ন। সে জন্য শিল্পায়নের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচন কৌশলের অন্যতম লক্ষ্য। শিল্পখাতে বিনিয়োগের ফলে ব্যবস্থাপনা, কারিগরি, সুপারভাইজরি এবং দক্ষ-অদক্ষ শ্রমিক পর্যায়ে প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) বিনিয়োগ বোর্ডে নিবন্ধিত প্রকল্পসমূহে ১,৪৬,৩৫৩ জন লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে। লেখচিত্র ১৪.৪-এ কর্মসংস্থানের সুযোগ সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপিত হলোঃ

লেখচিত্র ১৪.৫ঃ বিনিয়োগ বোর্ডে নিবন্ধিত প্রকল্পসমূহে কর্মসংস্থানের সুযোগ

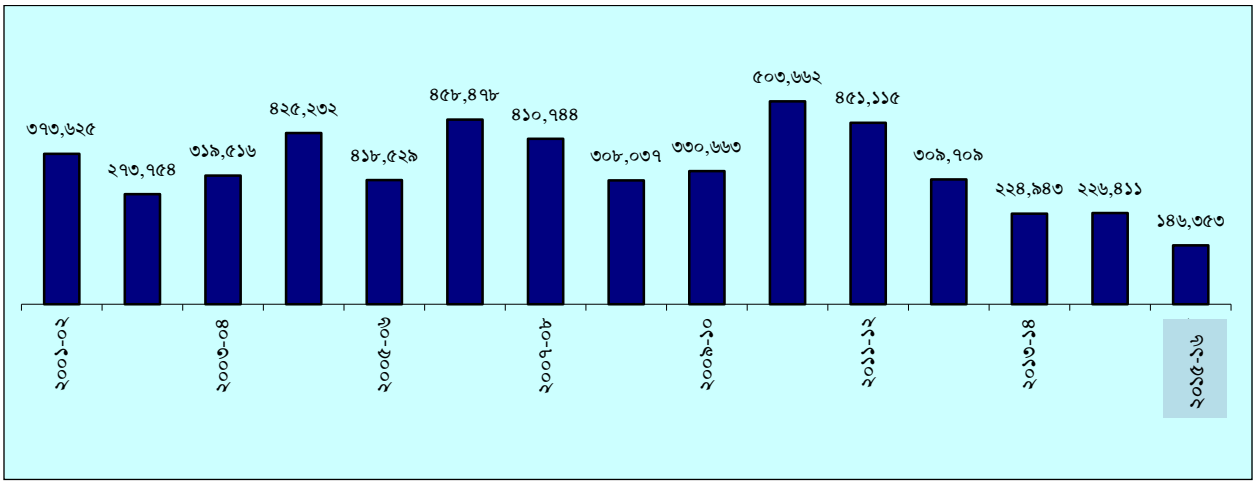

সূত্রঃ বিনিয়োগ বোর্ড, * ২০১৫- ১৬ উপাত্ত ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত।

বৈদেশিক ঋণ অনুমোদন

বিনিয়োগ বোর্ড বিনিয়োগকারীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে বাছাই কমিটি কর্তৃক বৈদেশিক ঋণ প্রস্তাব অনুমোদন করে থাকে। অনুমোদিত বৈদেশিক ঋণ প্রস্তাবের তথ্য সারণি ১৪.৬-এ উপস্থাপন হলোঃ

সারণি ১৪.৬ঃ অনুমোদিত বৈদেশিক ঋণ প্রস্তাব ও ঋণের পরিমাণ

পঞ্জিকা বছর	অনুমোদিত ঋণ প্রস্তাব (সংখ্যা)	অনুমোদিত ঋণের পরিমাণ (মিঃ মাঃ ডলার)
২০০৯	১৮	৪৭৮.০৯
২০১০	২০	৩০২.৭৭
২০১১	২৪	৯০৯.২৭
২০১২	৬২	১৪৬৬.৭১
২০১৩	১০২	১১৮২.২৯
২০১৪	১২৬	১৮২৭.১৭
২০১৫	১২৯	১৯০০.২৫
২০১৬	৩৮	১৬৭.৫১
মোটঃ	৫১৯	৮২৩৪.০৬

সূত্রঃবিনিয়োগ বোর্ড, ২০১৬ (ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত)

বাণিজ্যিক অফিস অনুমোদন

বিনিয়োগ বোর্ড বিনিয়োগকারীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় বাংলাদেশে বিদেশি কোম্পানির ব্রাঞ্চ, লিয়াজোঁ ও প্রতিনিধি অফিস স্থাপন ও মেয়াদ বৃদ্ধির অনুমতি প্রদান করে থাকে। সারণি ১৪.৭ এ ২০১৩-১৪ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত) অনুমোদিত ব্রাঞ্চ, লিয়াজোঁ ও প্রতিনিধি অফিস (নতুন ও মেয়াদ বৃদ্ধি) স্থাপনের অনুমতি প্রদান সংক্রান্ত তথ্য তুলে ধরা হলোঃ

সারণি ১৪.৭ঃ অনুমোদিত ব্রাঞ্চ, লিয়াজোঁ ও প্রতিনিধি অফিস এর পরিসংখ্যান

অর্থ বছর	ব্রাঞ্চ অফিস	লিয়াজোঁ অফিস	প্রতিনিধি অফিস
২০১৩-১৪	৯৬	২১৫	৭
২০১৪-১৫	১২০	১৪৯	১১
২০১৫-১৬	৭১	১৩০	১১
মোটঃ	২৮৭	৫৯৪	১৭

সূত্রঃবিনিয়োগ বোর্ড, (২০১৬, ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত)

বেসরকারিকরণ কার্যক্রম

১৯৯৩ সালে বেসরকারিকরণ বোর্ড (বর্তমানে প্রাইভেটাইজেশন কমিশন) গঠনের পর থেকে ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত মোট ৮১টি প্রতিষ্ঠান বেসরকারিকরণ করা হয়েছে এবং ৪১০.৩২ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে। এর মধ্যে ৫৮টি প্রতিষ্ঠান সরাসরি বিক্রির মাধ্যমে এবং ২৩টি প্রতিষ্ঠান/কোম্পানির শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে বেসরকারিকরণ করা হয়েছে। প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের সমীক্ষা অনুযায়ী বেসরকারিকরণকৃত ৮১টির মধ্যে ৭৫টি সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকৃত ৭৫টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪৪টি প্রতিষ্ঠান লাভজনকভাবে চালু রয়েছে এবং বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে চালু করার প্রক্রিয়াধীন আছে ১৬টি প্রতিষ্ঠান। অন্যদিকে, ১৫টি প্রতিষ্ঠান চূড়ান্তভাবে বন্ধ রয়েছে। চালু প্রতিষ্ঠানসমূহের অধিকাংশই স্ব স্ব ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় পর্যায়ে রয়েছে এবং জনবল ২৯০ শতাংশের বেশি বেড়েছে। প্রাপ্ত তথ্যানুসারে বেসরকারিকরণের পূর্বে উক্ত ৭৫টি প্রতিষ্ঠানে মোট জনবল ছিল প্রায় ৩১ হাজার; বেসরকারিকরণের পর লাভজনকভাবে চালু ৪৪টি শিল্পে ৯০ হাজার লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে ১৫টি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে কমিশনের বেসরকারিকরণ কর্মসূচির আওতাভুক্ত রাখা হয়েছে।

সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রাইভেটাইজেশন কমিশন ও বিনিয়োগ বোর্ডকে একীভূত করে 'বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ' গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ' খসড়া আইন ইতোমধ্যে মন্ত্রিপরিষদ নীতিগতভাবে অনুমোদন করেছে। বর্তমানে আইনটি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকার (ইপিজেড) বিনিয়োগ পরিস্থিতি

নতুন শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে বেসরকারি খাতকে বিনিয়োগে উৎসাহিতকরণে বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে দেশে ৮টি ইপিজেডে রয়েছে। এগুলো হলো চট্টগ্রাম, ঢাকা, মংলা, কুমিল্লা, ঈশ্বরদী, উত্তরা (নীলফামারী), আদমজী ও কর্ণফুলী। ইপিজেডসমূহে জানুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত ৫৮১টি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে শিল্প স্থাপনের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৪৫৪টি শিল্প প্রতিষ্ঠান উ□পাদনরত এবং অবশিষ্ট ১২৭টি প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জানুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত ইপিজেডসমূহে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ৩,৭৭৮.৮২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অন্যদিকে, জানুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত ইপিজেডসমূহে ক্রমপুঞ্জিভূত রপ্তানির পরিমাণ ৪,৯৮৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিগত অর্থ বছরের প্রথম ৭ মাসে ইপিজেডসমূহে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৩,৪০৬.৪৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। চলতি অর্থ বছরের প্রথম ৭ মাসে এ পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩,৭৪৮.৫১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। জানুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত ইপিজেডের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে মোট ৪,৪৪,৪৯১ জন বাংলাদেশীর প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে, এর মধ্যে ৬৪ শতাংশই নারী।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (বেজা)

দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান, উৎপাদন এবং রপ্তানি বৃদ্ধি ও বহুমুখীকরণে উৎসাহ প্রদান এবং পশ্চাৎপদ ও অনগ্রসর এলাকাসহ সম্ভাবনাময় সকল এলাকায় অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করাই হলো (বেজা)'র মূল লক্ষ্য। বাংলাদেশে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা বর্তমান সরকারের একটি দূরদর্শী উদ্যোগ। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীরা অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগ দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ ও সমৃদ্ধি রক্ষার পাশাপাশি নতুন অর্থনৈতিক অঞ্চল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে। যা বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশের স্বীকৃতি পেতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ অনুসারে বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) প্রতিষ্ঠা করেছে। ফলশ্রুতিতে, এই আইনের অধীনে নতুন অঞ্চল প্রতিষ্ঠা, নিয়ন্ত্রণ এবং তত্ত্বাবধান করা সম্ভব হবে। এছাড়া, 'বাংলাদেশ বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল নীতি, ২০১৫' প্রবর্তন করা হয়েছে। অনুমোদিত বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল নীতিমালার অধীনে মূলতঃ কৃষিভিত্তিক, শিল্প সম্পর্কিত, উৎপাদনমূলক, সেবামূলক, বাণিজ্যিক, প্রযুক্তিগত, পর্যটন, আবাসন, বিনোদন বা বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতে বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠায় অনুমোদন এবং এ সংক্রান্ত যাবতীয় অবকাঠামোগত সুবিধাদি প্রদান করা হয়।

অনুমোদিত অর্থনৈতিক অঞ্চলের তালিকা

সরকার সারাদেশে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং এপ্রিল, ২০১৬ পর্যন্ত মোট ৫৬টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৪২টি সরকারিভাবে এবং অবশিষ্ট ১৪টি বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠা করা হবে। সরকারিভাবে অনুমোদিত অঞ্চলগুলো হলোঃ (১) মিরসরাই, চট্টগ্রাম; (২)আনোয়ারা (গহিরা), চট্টগ্রাম; (৩) সিরাজগঞ্জ, (৪) শেরপুর, (৫) মংলা পোর্ট এলাকা,বাগেরহাট; (৬) শ্রীপুর, গাজীপুর; (৭) টেকনাফ, কক্সবাজার; (৮) আনোয়ারা (ইপিজেড-২), চট্টগ্রাম; (৯) কেরানীগঞ্জ, ঢাকা; (১০) জামালপুর সদর, জামালপুর; (১১) সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ; (১২) ভোলা সদর, ভোলা; (১৩) আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া; (১৪) দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়; (১৫) নরসিংদী সদর, নরসিংদী; (১৬) শিবালয়, মানিকগঞ্জ; (১৭) ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া; (১৮) আগৈলঝড়া, বরিশাল; (১৯) নীলফামারী সদর, নীলফামারী, (২০) শ্রীহট্ট, শেরপুর, মৌলভীবাজার; (২১) কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ; (২২) দোহার, ঢাকা; (২৩) চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ; (২৪) জাজিরা, শরিয়তপুর; (২৫) গোসারহাট, শরিয়তপুর; (২৬) সাবরাং, টেকনাফ, কক্সবাজার; (২৭) মহেশখালী-১, কক্সবাজার; (২৮) মহেশখালী-২, কক্সবাজার; (২৯) মহেশখালী-৩, কক্সবাজার, (৩০) কক্সবাজার স্পেশাল ইজেড, মহেশখালী; (৩১) মহেশখালী স্পেশাল ইজেড, কক্সবাজার; (৩২) নটোর, (৩৩) আড়াইহাজার, নারায়নগঞ্জ; (৩৪) রাজশাহী; (৩৫) আনোয়ারা-২, চট্টগ্রাম; (৩৬) ফেনী; (৩৭) মংলা, বাগেরহাট; (৩৮) মহেশখালী (কালার মার ছড়া); (৩৯) ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ; (৪০) ময়মনসিংহ; (৪১) আলুটিলা বিশেষ পর্যটন অঞ্চল, খাগড়াছড়ি; (৪২) আড়াইহাজার-২, নারায়ণগঞ্জ।

বেসরকারিভাবে অনুমোদিত ১৪টি অর্থনৈতিক অঞ্চল হচ্ছে: (১) এ কে খান পিইজেড, পলাশ, নরসিংদী; (২) আব্দুল মুনিম পিইজেড, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ; (৩) গার্মেন্টস শিল্প পার্ক বিজিএমইএ পিএসইজেড, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ; (৪) মেঘনা পিইজেড, সোনারগাঁ, নারায়নগঞ্জ; (৫) ফেমকম পিইজেড, রামপাল, বাগেরহাট; (৬) গার্মেন্টস শিল্প পার্ক বিজিএমইএ পিইজেড, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ; (৭) কুমিল্লা পিইজেড, কুমিল্লা; (৮) আমান পিইজেড, নারায়নগঞ্জ, (৯) বে পিইজেড, গাজীপুর; (১০) মেঘনা ইন্ডাসটিয়াল পিইজেড, সোনারগাঁ, নারায়নগঞ্জ; (১১) ফখরুল ইসলাম চৌধুরী পিইজেড, সিলেট; (১২) ইউনাইটেড সিটি, আইটি পার্ক, ঢাকা; (১৩) ইস্ট কোস্ট গ্রুপ পিইজেড, বাহুবল, হবিগঞ্জ; (১৪) সোনারগাঁ পিইজেড, সিলেট।

সরকারি বেসরকারি অংশীদারত্ব (Public Private Partnership-PPP)

জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি অর্থায়নে পৃথকভাবে গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাইরে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিশেষতঃ ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে উন্নয়ন ধারাকে পরবর্তী উচ্চতর স্তরে উন্নীত করার প্রধান উপাদান হচ্ছে আধুনিক,গতিশীল এবং নিরন্তর সেবা প্রদানে সক্ষম অবকাঠামো। বিশেষতঃ বিদুৎ ও জ্বালানি এবং সড়ক যোগাযোগ খাতে নির্ভরযোগ্য ও টেকসই অবকাঠামো দেশে বর্ধিত বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি করে নতুন ও বাড়তি উৎপাদন ক্ষমতার সমাহার ঘটিয়ে ব্যাপক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে ব্যক্তিখাতের দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণই সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মূল লক্ষ্য।

বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জন ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সরকারি-বেসরকারি অংশীদারি আইনের বিল, ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। অবকাঠামো খাতে বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করার জন্য এ খাতে আর্থিক প্রণোদনা দেয়া হচ্ছে। প্রকল্প প্রণয়ন, ব্যবস্থাপনা ও তদারকীতে বাস্তবায়নকারী সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এসব ব্যবস্থার ফলে দেশের অবকাঠামো নির্মাণে দৃশ্যমান অগগ্রতি সাধিত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

বেসরকারি খাতকে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফাইন্যান্স ফান্ড লিমিটেড (BIFFL) নামক ব্যাংক-বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং এর অনুকূলে ২৩০ মিলিয়ন ইউ এস ডলার বরাদ্দ রাখা হয়েছে। পিপিপি'র মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য আটটি খাতে বর্তমানে ৪৩টি প্রকল্প নীতিগতভাবে অনুমোদন করা হয়েছে; যাতে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ১৪,৫৬৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। তন্মধ্যে ৭টির চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। যে সকল পিপিপি প্রকল্প ইতোমধ্যে অনুমোদিত হয়েছে তার তালিকা সারণি ১৪.৮-এ দেয়া হলো:

সারণি ১৪.৮ঃ অনুমোদিত পিপিপি প্রকল্প

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	সম্ভাব্য ব্যয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
	পরিবহণ খাত	
১	ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে (চুক্তি স্বাক্ষরিত)	১,২০০
২	মংলা বন্দরে ২টি জেটি নির্মাণ	৫০
৩	হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে মাল্টিমোড সার্ভিলেন্স সিস্টেম স্থাপন	৫০
৪	ঢাকা বাইপাসচার লেনে উন্নীতকরণ	৩৫০
৫	শান্তিনগর-মাওয়া ফ্লাইওভার নির্মাণ	৩০০
৬	হেমায়েতপুর - মানিকগঞ্জ পিপিপি সড়ক নির্মাণ	১০০
৭	ঢাকা-চট্টগ্রাম এ্যাকসেস কনেট্রাল হাইওয়ে	৩,৬০০
৮	লালদিয়া বাল্ক টার্মিনাল নির্মাণ	৬০
৯	খানপুরে অভ্যন্তরীণ কনেটনার টার্মিনাল নির্মাণ ও পরিচালনা	৩০
১০	ধীরাশ্রম রেলস্টেশনে নতুন আইসিডি নির্মাণ	২০০
১১	পাটুরিয়া-গোয়লন্দ-তে ২য় পদ্মাসেতু নির্মাণ	১,৫০০
১২	৩য় সমুদ্র বন্দর	১,২০০
১৩	হাতিরঝিল- রামপুরা সেতু	২০০
	অর্থনৈতিক জোন	
১	কালিয়াকৈরে হাইটেক পার্ক নির্মাণ	২৩৫
২	মংলায় অর্থনৈতিকঅঞ্চল প্রতিষ্ঠা	৭০
৩	মহাখালিতে আইটি ভিলেজ নির্মাণ	২০
৪	মিরেরসরাইয়ে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা	১০০
৫	শ্রীহট্ট (শেরপুর) অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা	৭০
৬	আনোয়ারা,চট্টগ্রামে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা	৬০০
৭	সিলেটে হাইটেক পার্ক নির্মাণ	৬৫
৮	সিরাজগঞ্জে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা	২০০
৯	জামালপুরে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা	৪০
	পর্যটন খাত	
১	কক্সবাজারে পর্যটন ও বিনোদন কেন্দ্র নির্মাণ	১০০
২	জাকির হোসেন রোড, চট্টগ্রামে পাঁচতারা হোটেল নির্মাণ	১০০
৩	কক্সবাজারে আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ (মোটেল উপল)	৪৫
৪	সাবরাং এক্সক্লুসিভ ট্যুরিস্ট জোন প্রতিষ্ঠা	২,৫০০
৫	সিলেটে পাঁচ তারকা হোটেল নির্মাণ (বিদ্যমান পর্যটন হোটেলে)	৪৫
	স্বাস্থ্য খাত	
১	চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কিডনী ডায়ালিসিস সেন্টার নির্মাণ	২
২	ঢাকার কিডনী হাসপাতালে কিডনী ডায়ালিসিস সেন্টার স্থাপন	১
৩	বয়স্ক নাগরিকদের জন্য স্বাস্থ্য ও হসপিটালিটি কমপ্লেক্স নির্মাণঃ অবসর	৬
৪	সৈয়দপুরে মেডিকেল কলেজ স্থাপন ও রেলওয়ে হাসপাতাল আধুনিকীকরণ	৭৫
৫	পাকশীতে মেডিকেল কলেজ স্থাপন ও রেলওয়ে হাসপাতাল আধুনিকীকরণ	৭৫
৬	খুলনায় মেডিকেল কলেজ স্থাপন ও ২৫০ শয্যা হাসপাতাল নির্মাণ	১০০
৭	চট্টগ্রামের সিআরবিতে মেডিকেল কলেজ স্থাপন ও রেলওয়ে হাসপাতাল আধুনিকায়ন	৩০
	আবাসন খাত	
১	মিরপুরে স্যাটেলাইট টাউন নির্মাণ	৬০
২	চট্টগ্রামে রেলওয়ের জমিতে হোটেল-কাম-গেস্ট হাউস ও শপিং মল নির্মাণ	১০
৩	খুলনায় রেলওয়ের জমিতে হোটেল-কাম-গেস্ট হাউস ও শপিং মল নির্মাণ	৩০
৪	চট্টগ্রামের নাসিরাবাদে বহুতল বাণিজ্যিক ভবন ও আবাসিক এ্যাপাটমেন্টনির্মাণ	১০০
৫	নিম্ন ও মধ্যবিত্ত মানুষের জন্য ঢাকায় বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ (ঝিলমিল প্রকল্প)	৯০০
	শক্তি খাত	

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	সম্ভাব্য ব্যয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
	পরিবহণ খাত	
১	চট্টগ্রামের কমিরাতে এলপিজি বটলিং প্লান্ট স্থাপন	৩৫
	শিক্ষা খাত	
১	কমলাপুরে মেডিকেল কলেজ ও নার্সিং ইন্সটিটিউট স্থাপন ও রেলওয়ে হাসপাতাল আধুনিকীকরণ	১০০
	সামাজিক অবকাঠামো খাত	
১	টঙ্গীতে শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্র হাসপাতাল উন্নয়ন ও বাণিজ্যিক ভবননির্মাণ (পিপিপি ভিত্তিতে)	৫
২	চাষাড়া, নারায়নগঞ্জে শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্র হাসপাতাল উন্নয়ন ও বাণিজ্যিক ভবননির্মাণ (পিপিপি ভিত্তিতে)	৫
	সর্বমোট	**১৪,৫৬৪**

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (Small and Medium Enterprises-SMEs)

বেকার সমস্যা সমাধানের একটি সম্ভাবনাময় খাত হলো ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প। এ শিল্পের মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির অবারিত সুযোগ রয়েছে। ব্যবসায়িক কর্মকান্ডকে উৎসাহিতকরণ ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও এ খাত প্রশংসনীয় অবদান রাখছে। এ সব সম্ভাবনাকে সামনে রেখে স্বল্প আয়ের জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারী-পুরুষের বৈষম্য লাঘবে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পে ঋণ বিতরণে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণসহ এ শিল্পের বিকাশ ও সম্প্রসারণের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা ২০১৫-১৬ অর্থবছরেও অব্যাহত আছে। এছাড়া, নতুন উদ্যোক্তাদের স্টার্ট আপ ক্যাপিটাল সরবরাহের জন্য 'কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা খাতে নতুন উদ্যোক্তা তহবিল' চালু করা হয়েছে।

বাংলাদেশে কর্মরত সকল ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৭০৯,০২৪টি এসএমই উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে মোট ১১০,২৮৭.৯৩ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে, যা ২০১৩-১৪ অর্থবছরের তুলনায় ২১.৭২ শতাংশ বেশি। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ১৯৩,৯৮৭টি এসএমই নারী উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ৩,৯৬৭.৯২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে যা আগের অর্থবছরের তুলনায় ৮.৯২ শতাংশ বেশি। অপরদিকে, ২০১৫-১৬ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ২৯৫,০৬৯টি এসএমই উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে ৫৯,৪৯৭.৩৪ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে।

হাই-টেক পার্ক ও সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গতি সঞ্চারের লক্ষ্যে হাই-টেক পার্ক প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। এ উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়েছে এবং বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি-বেসরকারি অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে গাজীপুরের কালিয়াকৈরে হাই-টেক পার্ক প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। ২৩২ একর জায়গা নিয়ে হাই-টেক পার্ক অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ চলছে। এছাড়াও, সিলেট জেলার কোম্পানিগঞ্জে ১৬২.৮৩ একর ভূমিতে সিলেট ইলেকট্রনিক সিটি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সরকার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং উচ্চ প্রযুক্তি শিল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে দেশে সফটওয়্যার পার্ক প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। এরই মাঝে ঢাকার কারওয়ান বাজারস্থ জনতা টাওয়ার-এ সফট্ওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এখানে ১৬টি IT/ITES প্রতিষ্ঠানকে জায়গা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

টেলিযোগাযোগ খাত

টেলিফোনের বিপুল চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে Fixed Telephone (PSTN) সেবা প্রদানের জন্য লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। বেসরকারি খাতে Fixed Telephone লাইসেন্স প্রদান

করায় এ খাতে দেশি-বিদেশি এবং প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিনিয়োগের পথ উন্মুক্ত হয়েছে। ইতোমধ্যে অনেক বিনিয়োগকারী বিনিয়োগ শুরু করেছেন। বেসরকারি খাতে ফিক্সড ফোন লাইসেন্স প্রদান করায় বিপুলসংখ্যক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ২০০৪ সালে দেশে মোবাইল ফোনের গ্রাহক ছিল মাত্র ৪০ লক্ষ, ডিসেম্বর, ২০১৫তে এ সংখ্যা ১৩.৩৭ কোটিতে পৌঁছেছে। বর্তমানে মোবাইল ফোন খাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ১০ লক্ষাধিক লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। এ খাত হতে বিপুল পরিমাণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর, ভ্যাট ইত্যাদি আদায় হচ্ছে, যা সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। বেসরকারি খাতের বিকাশের ফলে সেলুলার মোবাইল টেলিকম অপারেটরের মধ্যে সেবা প্রদানে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া অপারেটরদের ফিক্সড ফোন ও মোবাইল কোম্পানির ট্যারিফ পূর্বের তুলনায় ১৫ শতাংশ থেকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস পেয়েছে। ফলে জনগণের পক্ষে স্বল্প মূল্যে দেশ-বিদেশে টেলিফোনে কথা বলা সম্ভব হচ্ছে।

টেলিযোগাযোগ সুবিধা জনগণের নিকট সহজলভ্য এবং সহনীয় মূল্যে পৌঁছানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বিটিআরসি। বর্তমানে বাংলাদেশে টেলিফোন বিশেষ করে মোবাইল ফোন গ্রাহকের সংখ্যা ধারণাতীতহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সারণি ১৪.৯-এ ২০০৮ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত মোবাইল ও ফিক্সডফোনের মোটগ্রাহক, গ্রাহক বৃদ্ধিরহার, ইন্টারনেট ইউজার, টেলিঘনত্ব ইত্যাদি এবং সারণি ১৪.১০-এ ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত বিভিন্ন মোবাইল অপারেটরের গ্রাহক সংখ্যা দেখানো হলো:

সারণি ১৪.৯ঃ মোবাইল ও ফিক্সডফোনের গ্রাহক সংখ্যা, বৃদ্ধির হার ও টেলিঘনত্বের বিবরণ

গ্রাহকশ্রেণী, প্রবৃদ্ধি, টেলিঘনত্ব	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত
মোবাইল গ্রাহক (কোটি)	৪.৪৬	৫.২৪	৬.৮৭	৭.৩০	৮.৬৬	৯.৭৪	১১.৪৮	১২.১৯	১৩.৩৭
ফিক্সডফোন গ্রাহক (কোটি)	০.১৩	০.১৭	০.১৭	০.১৭	০.১০	০.১০	০.১১	০.১১	০. ০৮
মোট গ্রাহক (কোটি)	৪.০২	৪.৭১	৫.৬৪	৭.৪৭	৮.৭৬	৯.৮৪	১১.৫৯	১২.৩০	১৩.৪৫
ইন্টারনেট ইউজার (কোটি)	-	-	-	-	২.৮৪	৩.১০	৩.৫৫	৪.২৮	৫.৪১
বছরভিত্তিক টেলিঘনত্ব (%)	২৭.৯১	৩১.৯৫	৩৮.০৫	৪৪.৬	৬০.৯	৬৩.৯১	৭৬.৪৪	৭৮.৭৯	৮৬.৩৭

উৎসঃ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

সারণি ১৪.১০ঃ বিভিন্ন মোবাইল ফোনের গ্রাহক সংখ্যা (ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	অপারেটর	গ্রাহক (কোটি)
১.	গ্রামীনফোন লিমিটেড (জিপি)	৫.৬৭
২.	বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশনস্ লিঃ (বাংলালিংক)	৩.২৯
৩.	রবি আজিয়াটা লিমিটেড (রবি)	২.৮৩
৪.	এয়ারটেল বাংলাদেশ লিমিটেড (এয়ারটেল)	১.০৭
৫.	প্যাসেফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিমিটেড (সিটিসেল)	০.১০
৬.	টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড (টেলিটক)	০.৪১
	মোট	**১৩.৩৭**

উৎসঃবাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

বিদ্যুৎ খাত

শিল্পায়ন তথা কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিদ্যুৎ অপরিহার্য। সরকারের যুগোপযোগী উদ্যোগের ফলে বর্তমানে দেশের মোট জনসংখ্যার ৭৫ শতাংশ (নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ) বিদ্যুৎ সংযোগের আওতায় এসেছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত) সরকারি খাতে ৬,৪৪০ মেগাওয়াট, বেসরকারি খাতে ৫,১৮৬ মেগাওয়াট এবং ভারত হতে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানীসহ মোট স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ১২,১২৬ মেগাওয়াট। শতকরা হারে এ পরিমাণ যথাক্রমে ৫৩.১০ শতাংশ, ৪২.৭৮ শতাংশ এবং ৪.১২ শতাংশ। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে (ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত) মোট ২৪,৩৯৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে। তন্মধ্যে সরকারি খাতে ১০,৩৮৪.৪৪ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা এবং বেসরকারি খাতে (আইপিপি,এসআইপিপি, রেন্টাল,

আরইবি এবং বিদ্যুৎ আমদানিসহ) ১৪,০০৮.৭৪ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা বিদ্যুৎ উৎপদিত হয়েছে। উৎপাদিত বিদ্যুতের মাঝে ৫০.০৫ শতাংশই পাওয়া গেছে বেসরকারি খাত থেকে, ৪২.৫৭ শতাংশ সরকারি খাত থেকে এবং ৭.৩৮ শতাংশ এসেছে আমদানি খাত থেকে।

শিক্ষা খাত

মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার সকল স্তরে সরকারি সুযোগ-সুবিধাদি সম্প্রসারণ এবং শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাত ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। ক্রমবর্ধমান চাহিদা মোকাবেলার লক্ষ্যে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির পাশাপাশি সরকার বেসরকারি খাতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এবং এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০' প্রণয়ন করেছে। এ উদ্যোগের ফলে দেশে এ পর্যন্ত ৯১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। ইতোমধ্যে 'জাতীয় শিক্ষা আইন, ২০১৩'এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকরণে এবং বিশ্বমানে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে 'এ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল ফর প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিজ, ২০১২'-এর একটি প্রবিধানমালার খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য খাত

চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতাল/ক্লিনিক ও সংস্থাকে রাজস্ব বাজেট হতে অনুদান প্রদান করছে। বর্তমানে দেশে বেসরকারি খাতে নিবন্ধিত ৯,০৬১টি ডায়াগনস্টিক সেন্টার এবং ৪,২৮০টি হাসপাতাল রয়েছে। বাংলাদেশে খুবই উন্নত প্রযুক্তির কিছু ঔষধ ছাড়া প্রয়োজনীয় প্রায় সকল প্রকার ঔষধ বর্তমানে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হয়। বর্তমানে দেশে বেসরকারি খাতে ৬৪টি মেডিকেল কলেজ, ২৪টি ডেন্টাল কলেজ, ১০টি স্নাতকোত্তর ইনস্টিটিউশন, ১৮২টি মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট স্কুল, ১২২টি ইনস্টিটিউশন অব হেলথ টেকনোলজি, ৫১টি নার্সিং ইনস্টিটিউশন এবং ২২টি নার্সিং কলেজ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর এর তথ্য মতে দেশে সর্বমোট ২৭৮টি এ্যালোপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুতকারী বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বছরে ২৬,৪১২ ব্রান্ডের ১৫,৬১৯ কোটি টাকার ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামাল উৎপাদন করছে। দেশীয় চাহিদার প্রায় ৯৮ শতাংশ ঔষধ বর্তমানে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হয়। এর পাশাপাশি জাতীয় স্বাস্থ্যসেবায় আইনগত স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রাচ্যের শাস্ত্রীয় ও পাশ্চাত্যের হোমিওপ্যাথিক ও বায়োকেমিক ঔষধের অবদানও উল্লেখযোগ্য। ঔষধ শিল্পে উৎপাদিত ঔষধ আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন হওয়ায় বর্তমানে বাংলাদেশ ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামালসহ ৪৬টি কোম্পানির উৎপাদিত বিভিন্ন ব্রান্ডের ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামাল যুক্তরাজ্য,যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাপান, ইটালী, কোরিয়া, মালয়েশিয়া ও সৌদি আরবসহ বিশ্বের ১১৩টি দেশে রপ্তানি হয়ে আসছে এবং এ সুবাদে বাংলাদেশ ঔষধ আমদানিকারক দেশের পরিবর্তে রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে গৌরব অর্জন করছে। ২০১৪ সালে ৭৩৩.১৩ কোটি টাকার এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৭১২.১৩ কোটি টাকার ঔষধ রপ্তানি হয়েছে। ওষুধের কাঁচামাল উৎপাদনে দেশি ও বিদেশি উদ্যেক্তাদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ঢাকার অদূরে গজারিয়ায় একটি এপিআই (একটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্ট)পার্ক স্থাপনের কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

বীমা

রাষ্টীয় মালিকানাধীন বীমা শিল্পের প্রসারের পাশাপাশি বেসরকারি বীমা কোম্পানিকে উৎসাহিত করার জন্য সরকার নানামুখী নীতি-কৌশল গ্রহণ করেছে। ফলে বর্তমানে দেশে বেসরকারি মালিকানাধীন ৪৬টি সাধারণ বীমা কোম্পানি ও ৩১টি জীবন বীমা কোম্পানি বীমা ব্যবসায় নিয়োজিত রয়েছে। তাছাড়া সরকারি খাতে জীবন বীমা কর্পোরেশন ও সাধারণ বীমা কর্পোরেশন বীমা ব্যবসায় নিয়োজিত আছে। ২০০২ সালে বেসরকারি সাধারণ বীমা কোম্পানির মোট প্রিমিয়াম আয় ছিল ৪৫০.৭ কোটি টাকা যা ২০১৪ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২,২৫১.৩ কোটি টাকা। সরকারি ও বেসরকারি সাধারণ বীমা থেকে প্রিমিয়াম আয়ের পরিসংখ্যান সারণি ১৪.১১-এ প্রদান করা হলো:

সারণি ১৪.১১ঃ সাধারণ বীমা থেকে প্রিমিয়াম আয়

(কোটি টাকা)

সাল	মোট প্রিমিয়াম			সরকারি খাতের অংশ	বেসরকারি খাতের অংশ	প্রবৃদ্ধির হার		
	সরকারি খাতঃসাধারণ বীমা কর্পোরেশন	বেসরকারি খাতের বীমা কোম্পানিসমূহ	মোট			সরকারি খাতঃসাধারণ বীমা কর্পোরেশন (%)	বেসরকারি খাতের বীমা কোম্পানিসমূহ (%)	মোট (%)
২০০২	১৪২.৩	৪৫০.৭	৫৯৩.	২৪.০	৭৬.০	৭.১	৯.৯	৯.২
২০০৩	১৩৯.৬	৫১১.২	৬৫০.৮	২১.৫	৭৮.৫	-১.৯	১৩.৪	৯.৭
২০০৪	১৩৯.০	৬০০.৪	৭৩৯.৪	১৮.৮	৮১.২	-০.৪	১৭.৪	১৩.৬
২০০৫	১৫৭.৮	৭০৯.৫	৮৬৭.৩	১৮.২	৮১.৮	১৩.৫	১৮.২	১৭.৩
২০০৬	১৮৬.০	৭৯৭.৬	৯৮৩.৬	১৮.৯	৮১.১	১৭.৯	১২.৪	১৩.৪
২০০৭	২২৪.৯	৯৪১.৭	১,১৬৬.৬	১৯.৩	৮০.৭	২০.৯	১৮.১	১৮.৬
২০০৮	২৫৩.৫	১,১১৬.৪	১,৩৬৯.৯	১৮.৫	৮১.৫	১২.৭	১৮.৬	১৭.৪
২০০৯	২৮৫.২	১,২২৮.৪	১,৫১৩.৬	১৮.৮	৮১.২	১২.৫	১০.০	১০.৫
২০১০	২৯৪.৩	১,৪৮৮.৪	১,৭৮২.৭	১৬.৫	৮৩.৫	৩.২	২১.২	১৭.৮
২০১১	৩৪৬.৫	১,৭২৭.৪	২,০৭৩.৯	১৬.৭	৮৩.৩	১৭.৭	১৬.১	১৬.৩
২০১২	৩৮৬.৫	২,৩৯৪.১	২,৭৮০.৬	১৩.৯	৮৬.১	১১.৫	৩৮.৬	৩৪.১
২০১৩	৩৬৭.৯	১,৯০৩.২	২,২৭১.১	১৬.২	৮৩.৮	-৪.৮	-২০.৫	-১৮.৩
২০১৪	৯৪৪.০	২,২৫১.৩	৩,১৯৫.৩	৩.৩৮	১.৪২	১৫৬.৫৯	১৮.২৯	৪০.৬৯

উৎসঃবীমা অধিদপ্তর

সরকারি জীবন বীমা খাতে জীবন বীমা কর্পোরেশন ও ৩০ টি বেসরকারি জীবন বীমা কোম্পানি ২০১৪ সালে জীবন বীমা প্রিমিয়াম আয় করেছে ৬,৬৯০.০কোটি টাকা, যা ২০০২ সালে ছিল ৮২৭.৪ কোটি টাকা। সরকারি ও বেসরকারি জীবন বীমা থেকে প্রিমিয়াম আয়ের পরিসংখ্যান সারণি ১৪.১২-এ প্রদান করা হলো:

সারণি ১৪.১২ঃ জীবন বীমা থেকে প্রিমিয়াম আয়

সাল	মোট প্রিমিয়াম			সরকারি খাতের অংশ	বেসরকারি খাতের অংশ	প্রবৃদ্ধির হার		
	সরকারি জীবন বীমা কর্পোরেশন	বেসরকারি খাতের বীমা কোম্পানিসমূহ	মোট			সরকারি জীবন বীমা কর্পোরেশন (%)	বেসরকারি খাতের বীমা কোম্পানিসমূহ (%)	মোট (%)
২০০২	১৭৯.২	৮২৭.৪	১,০০৬.৬	১৭.৮	৮২.২	-৮.৮	২৮.৬	১৯.৮
২০০৩	১৯৩.৯	১,০৫৯.০	১,২৫২.৯	১৫.৫	৮৪.৫	৮.২	২৮.০	২৪.৫
২০০৪	১৭৭.৮	১,৩৩৫.৯	১,৫১৩.৭	১১.৭	৮৮.৩	-৮.৩	২৬.১	২০.৮
২০০৫	২০৩.৭	১,৮৪১.০	২,০৪৪.৭	১০.০	৯০.০	১৪.৬	৩৭.৮	৩৫.১
২০০৬	২২৩.৪	২,৪৫৯.৫	২,৬৮২.৯	৮.৩	৯১.৭	৯.৭	৩৩.৬	৩১.২
২০০৭	২৬৫.০	২,৯১৬.৫	৩,১৮১.৫	৮.৩	৯১.৭	১৮.৬	১৮.৬	১৮.৬
২০০৮	৩০৭.৮	৩,৫৯৭.৫	৩,৯০৫.৩	৭.৯	৯২.১	১৬.২	২৩.৩	২২.৮
২০০৯	৩৩৪.৭	৪,৫৯৫.৮	৪,৯৩০.৫	৬.৮	৯৩.২	৮.৭	২৭.৭	২৬.৩
২০১০	৩৪৬.০	৫,৫০৮.৯	৫,৮৫৪.৯	৫.৯	৯৪.১	৩.৪	১৯.৯	১৮.৭
২০১১	৩০৭.৯	৫,৯৭৩.৫	৬,২৮১.৪	৪.৯	৯৫.১	-১১.০	৮.৪	৭.৩
২০১২	৩৪৩.২	৬,২৪৩.৯	৬,৫৮৭.১	৫.২	৯৪.৮	১১.৫	৪.৫	৪.৯
২০১৩	৩২৬.০	৬,১০২.০	৬,৪২৮.০	৫.১	৯৪.৯	-৫.০	-২.৩	-২.৪
২০১৪	৩৭১.৯	৬,৬৯০.০	৭,০৬১.৯	৫.২৭	৯৪.৭৩	১৪.০৮	৯.৬৪	৯.৮৬

উৎসঃ বীমা অধিদপ্তর